ইস্যু নং: ০৬
৩ মার্চ ২০০৮
দাম: ৪ টাকা

The Pitribhumi
পিতৃভূমি
ভূমি আগ্রাসন প্রতিরোধ ছাত্র-যুব কমিটির মুখপত্র

Rebellion to a tyrant is obedience to God
-Thomas Jefferson

সম্পাদকীয় নোটের বদলে

প্রধান উপদেষ্টার কাছে খোলাচিঠি - ২

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা,

এই বুলেটিনের কলেবর ছোট বিধায় খুব সংক্ষেপে ও সরাসরি দু'একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমত, ভূমি বেদখল অত্যন্ত মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। মূলতঃ কিছু সংখ্যক উগ্রসাম্প্রদায়িক মানসিকতাসম্পন্ন সেনা অফিসার এর জন্য দায়ি। জরুরী অবস্থা জারি তাদের জন্য সুবিধাই করে দিয়েছে। দিঘীনালা, মেরুং, মাইসছড়ি, খাগড়াছড়ি, পানছড়ি, মানিকছড়ি ও রাঙ্গামাটির নানিয়ারচরে পাহাড়িদের শত শত একর জমি জোরপূর্বক কেড়ে নেয়া হয়েছে। যখন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও স্থানীয় প্রশাসন ভূমি বেদখলের জন্য সেটলারদের প্রকাশ্য উস্কানি ও সহযোগিতা দেয় এবং আদালতও তাদেরই পক্ষাবলম্বন করে, তখন ন্যায় বিচারের জন্য পাহাড়িরা কোথায় যাবে? তারা কি এদেশের নাগরিক নয়? দেশে আইন আদালতকে তোয়াক্কা না করে যারা এভাবে গায়ের ২য় পাতায় দেখুন

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কাছে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনা

অস্ট্রেলিয়ার নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কেভিন রুড ১৩ ফেব্রুয়ারী সংসদে আনুষ্ঠানিকভাবে সে দেশের আদিবাসীদের কাছে এবং বিশেষতঃ Stolen generation বা হৃত প্রজন্মের কাছে অতীতে তাদের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গদের কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। ঐদিন ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে সরকার আদিবাসীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাশ করে।

১৭৮৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার ৩য় পাতায় দেখুন

জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-এর ইন্টারনেট রেডিও কার্যক্রম শুরু

দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবাসী পাহাড়িদের সংগঠন জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক - কোরিয়া "রেডিও সিএইচটি" নামে ইন্টারনেট রেডিও প্রোগ্রাম চালু করেছে। গত ২৮ জানুয়ারী ২০০৮ চাকমা ভাষায় প্রথম অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনার সংবাদ ছাড়াও চাকমা ভাষায় একটি গান পরিবেশন করা হয়।

রেডিও সিএইচটি'র রুনেল চাকমা বলেন, তারা প্রথম পর্যায়ে চাকমা ভাষায় প্রতি মাসে দুই বার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবেন। এতে পাহাড়ি জনগণের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, আন্দোলন ও জীবন সংগ্রাম স্থান পাবে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হবে বলে তিনি জানান।

জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-কোরিয়ার একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে। ঠিকানা: www.jpnk.org.

"পাহাড় ও সমতলের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই"

- বদরুদ্দীন উমর

গত ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ বিকেল ৪ টায় বাংলাদেশ লেখক শিবির ও হিল উইমেন ফেডারেশন-এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর সি মজুমদার মিলনায়তনে "পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাসমূহের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ও জনগণের সংবিধান" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সাধারণ সম্পাদক হাসিবুর রহমান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি বদরুদ্দীন উমর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল কাসেম ফজলুল হক ও ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য সমারি চাকমা। সংহতি বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি রিকো চাকমা ও নটরডেম কলেজের ছাত্র চিংবাত ম্রো। সভা পরিচালনা করেন হিল উইমেন ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা।

বক্তব্য রাখছেন হাসিবুর রহমান

বদরুদ্দীন উমর বলেন, শাসক শোষকরা বিভিন্নভাবে শোষিত-নিপীড়িত শ্রেণীকে একটা জায়গায় আটকে রাখতে চায়, যাতে তারা কোন আন্দোলনই করতে না পারে। রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি-বাঙালিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব জিইয়ে রাখতে চায় বলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার কোন সমাধান হচ্ছে না। যদিও দ্বন্দ্বটা যে পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা শাসক শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে সে পর্যায়ে তারা এখনো দ্বন্দ্বটাকে কাজে লাগাতে পারেনি। ফলে সেখানে এখনো সেনাবাহিনী মোতায়েন রেখে সেনাশাসন জারি রাখা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করে বলেন তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে এর মধ্যে দিয়ে সন্ত লারমা পূর্ববর্তী সংগ্রাম ও পাহাড়ি জাতিসত্তাসমূহের সাথে বেঈমানী করেছে। যার ফলে সন্ত লারমা মুখে চুক্তি বাস্তবায়নের কথা বললেও গদি ছাড়তে চাচ্ছে না। গদিতে বসে থেকে চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি করার মধ্যে যে অসাধুতা রয়েছে তা খুবই স্পষ্ট। তিনি বলেন এ চুক্তির ফলে পাহাড়ে কিছু লোক সুবিধা ভোগ করলেও প্রকৃত অর্থে তা সাধারণ মানুষের জন্য কোন সুফল বয়ে আনতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে সামরিক শাসনের উপর সামরিক শাসন (অর্থাৎ ডাবল সামরিক শাসন) চলছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে সেখানে ভূমি বেদখল বেড়ে গেছে, যা সরাসরি সামরিক বাহিনী দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে।

তিনি কাপ্তাই বাঁধের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই বাঁধের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের এক লক্ষ লোক উদ্বাস্তু হয়ে ভারতের অরুণাচলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। বর্তমানে যারা অরুণাচলে বসবাস করছে সেখানকার সরকারও এখনো তাদেরকে নাগরিকত্ব দেয়নি। তিনি বলেন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অবশ্যই নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হবে। তার পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজি ভাষাও শেখাতে হবে।

তিনি ৭২' সালে প্রণীত সংবিধানকে অকার্যকর ঘোষণা করে বলেন, এই ২য় পাতায় দেখুন

সারনাথ অরণ্যকুটিরে পাহারারত সেনাদের ওপর বানরদের হামলা, দুই সেনা আহত

খাগড়াছড়ি জেলা সদরের কয়েক মাইল দক্ষিণে করল্যাছড়িতে অবস্থিত সারনাথ অরণ্য কুটিরে উন্নয়ন কাজ জোরপূর্বক বন্ধ করে দেয়ার পর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে সেখানে সেনা মোতায়েন করা হয়। দায়ক দায়িকাদের আসা যাওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। গত ২৫ জানুয়ারী সেখানে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হওয়ার কথা থাকলেও সেনাবাহিনী তাতে বাধা দেয়। পরে অনেক দেন দরবারের পর খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক দুই দিন আগে কুটিরের এক কিলোমিটার দূরে একটি খোলা জায়গায় অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি দেন। উক্ত ৩য় পাতায় দেখুন

কলোনিয়ল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জুম্ম জনগণের অধিকার ও আন্দোলনকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না

"পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি অব্যবস্থাপনার কারণে পাহাড়িরা তাদের পূর্ব পুরুষের জমি হারাচ্ছে। সেখানে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে যা যে কোন সময় বিস্ফোরিত হতে পারে।" গত ১০ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিশিষ্ট নাগরিকরা সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে এ কথা বলেন।

২৮ - ৩০ জানুয়ারী খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি সফর শেষে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরতে তারা ঐ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। ঐ সফর টীমে লেখক, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, মানবাধিকার কর্মি, সাংবাদিক ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত ৩য় পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টার কাছে খোলাচিঠি

১ম পাতার পর

জোরে জমি কেড়ে নিচ্ছে তাদের কি বিচার হবে না? প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে বলা হয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের বেসামরিক প্রশাসন হয় আদৌ নিরপেক্ষ নয়, নতুবা তাদেরকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেয়া হয় না। এটাই হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের আজকের বাস্তব পরিস্থিতি। যেমন রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়াচর থানার নির্বাহী কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির সরকার গত ৩ জানুয়ারী ২০০৮ ভূমি বেদখলের ঘটনা সরেজমিন তদন্ত করতে বগাছড়ি যান। তদন্তের পর তিনি পাহাড়ি ভূমি মালিককে পরামর্শ দেন তিনি যেন তার জমির অর্ধেক বেদখলকারী সেটলারকে ভাগ দেন, নতুবা সরাসরি আদালতে মামলা করেন। এটাই যদি একজন টিএনও-র বিচার হয়, তাহলে হতদরিদ্র নিরীহ লোকজনের বেঁচে থাকার কোন উপায় আছে কি? আমি খুব সোজাসুজি মানুষ এবং সরাসরি আমার বক্তব্য পেশ করতে চাই। আচ্ছা, আমরা যদি ধরে নিই, আজ এক মাজ্ঞান ধরনের কেউ হুমায়ুন কবীর সরকার সাহেবের বাপ-দাদার সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নিলো। এখন সরকারের তদন্ত কর্মকর্তা যদি তাকে বলেন তার ঐ সম্পত্তি বেদখলকারী মাজ্ঞানের সাথে ভাগাভাগি করতে, তখন তার কেমন লাগবে? টিএনও সাহেবের উক্ত রায় কেউ মেনে নিতে পারবে না। স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ অনেক কিছু আশা করে। টিএনও-র উচিত ছিল ঐ জমি বেদখলমুক্ত করা, বেদখলকারী সেটলারকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া এবং প্রকৃত ভূমি মালিক যাতে নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণভাবে তার সম্পত্তি ভোগ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু তিনি সেটা করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। কি কারণে তার এই ব্যর্থতা তা তিনিই বলতে পারবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় প্রশাসনের এ রকম পক্ষপাতমূলক আচরণের ঘটনা অসংখ্যবার ঘটেছে এবং জনগণ যেন তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন।

যাই হোক, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পক্ষ থেকে আপনার কাছে অনুরোধ অচিরেই ভূমি বেদখল বন্ধ করার জন্য আপনার পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হোক। এত বড় অন্যায় দীর্ঘ দিন চলতে পারে না। তা না হলে ক্ষোভ ও অসন্তোষ বেড়ে যাবে এবং কোন একদিন তা বিস্ফোরিত হতে পারে।

আর একটা ব্যাপারে বলতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই জেনেছেন ইঁদুর বন্যার কারণে পাহাড়িদের জুমের সব ফসল নষ্ট হয়েছে। অনেক এলাকা রয়েছে যেখানে জুম চাষীরা মোটেই গোলায় ধান তুলতে পারেনি। ফলে এখন এলাকায় চরম খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। লোকজন অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। এই অনাহার-ক্লিষ্ট অভাবী জুমিয়াদের জন্য জরুরী ভিত্তিতে খাদ্য ত্রাণ পাঠানো প্রয়োজন। সরকার ছাড়া এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। আমরা আশা করি, সরকার অবিলম্বে ঐ এলাকায় দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার জন্য তড়িৎ পদক্ষেপ নেবে। ইতি, এক নিপীড়িত পাহাড়ি।

পাহাড় ও সমতলের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ

১ম পাতার পর

সংবিধান অচল হয়ে পড়েছে। শাসক গোষ্ঠি নিজেরাই এ সংবিধানকে অচল ও অকার্যকর করে ফেলেছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারও সংবিধান অনুসরণ করে ক্ষমতায় আসেনি। কাজেই এ সংবিধানকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে এমন একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে যে সংবিধানে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসহ কৃষক, শ্রমিক মেহনতি মানুষের অধিকার নিহিত থাকবে। প্রকৃত অর্থে জনগণের সংবিধান-ই রচনা করতে হবে। আর এজন্য পাহাড় ও সমতলের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সংগ্রাম ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, ১৯৭২ সাল থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক খারাপ যাচ্ছে এবং বাঙ্গালি জনগণের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের উপর নানা নিপীড়ন চলেছে। জিয়াউর রহমান যখন শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তখন সমতলের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গরীব বাঙালি জনগণকে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেল করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে পাহাড়ি জনগণ এটাকে মেনে নিতে পারেনি এবং এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগণের সংগ্রাম জোরদার হয়েছে। তখন থেকেই সরকার, সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা মনে করে আসছে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ যে কোন সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এই অজুহাতে সরকার বিভিন্ন সময়ে সৈন্যবাহিনী বাড়িয়েছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের জান মাল নষ্ট হয়েছে।

সমারি চাকমা বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলেও এর ইতিহাস বেশ পুরানো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলের জনগণ নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও স্বশাসনের অধিকার বহুল পরিমাণে খর্ব করা হয়। পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের প্রথম সংবিধানে "বহির্ভূত এলাকার" মর্যাদা সংরক্ষণ করা হলেও ১৯৬২ সালের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে "উপজাতীয় অঞ্চল" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরপর ১৯০০ সালের রেগুলেশনের বিভিন্ন ধারা বাতিল বা রদ করে জাতিসত্তাসমূহের অধিকার আরো খর্ব করা হয়। অপরদিকে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধি দল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাত করে স্বায়ত্তশাসনসহ চার দফা দাবি পেশ করে। শেখ মুজিব তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন এবং পাহাড়ি নেতৃবৃন্দকে বাঙালি হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

তিনি বলেন, ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে পাহাড়ি জনগণের মৌলিক দাবিগুলোর কোনটিই পুরণ হয়নি। এই চুক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মসমর্পণের দলিল ছাড়া আর কিছুই নয়।

তিনি আরো বলেন, ১১ জানুয়ারী ২০০৭ দেশে জরুরী অবস্থা জারির পর পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। জরুরী অবস্থা জারির পর এক বছরে ইউপিডিএফ-এর ২২ জন সদস্যকে গ্রেফতার ও দীঘিনালা, মাইসছড়ি, নান্যাচরসহ বিভিন্ন জায়গায় শত শত একর জমি জোরপূর্বক কেড়ে নেয়া হয়েছে।

শোষিত দরিদ্র জনগণ ও নিপীড়িত জাতিসত্তাসমূহের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশে বর্তমানে যে সংবিধান রয়েছে তা লুটেরাদের স্বার্থে রচিত সংবিধান, আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে এটি গণবিরোধী। এতে আপামর জনগণের স্বার্থের প্রতিফলন নেই। এ সংবিধান পরিবর্তন করে সকল ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী-ভাষা এবং জাতিসত্তার স্বীকৃতি ও অধিকার দেয়ার মাধ্যমে সত্যিকার একটি জনগণের সংবিধান রচনা করা জরুরী।

মাইসছড়ি অরণ্য কুটির সংস্কারে বাধা

মহালছড়ি থানাধীন মাইসছড়ি অরণ্য কুটির সংস্কার কাজ করতে গেলে বিজিতলা ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা ২২ ফেব্রুয়ারী ধর্মগ্রাণ দায়ক দায়িকাদের বাধা দেয়। ফলে কুটির মেরামত কাজ না করে লোকজন ফিরে আসতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, সেটলাররা ২০০৬ সালে কুটিরটি পুড়ে দেয়। জরুরী অবস্থা জারির পর সেনাবাহিনীর সহায়তায় সেটলাররা কুটিরের আশে পাশে বসতি গড়ে তুলেছে। খোদ কুটিরের জমি বেদখলের জন্যও তারা নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে।

বাঘাইছড়িতে নিরীহ গ্রামবাসী গ্রেফতার

১১ ফেব্রুয়ারী মধ্যরাতে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়িতে করেঙ্গাতলি ২-বি ক্যাম্পের ২০ জন সেনা সদস্য মধ্য বঙ্গলতলি গ্রামে হানা দিয়ে প্রীতি বিকাশ চাকমা ওরফে ফেনাকে (বয়স ৫৫, পীং গুজুড্যা চাকমা) আটক করে। সেনারা তাকে গভীর রাতে বিছানা থেকে তুলে ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং পরদিন হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে থানায় সোপর্দ করে। তার মতো একজন নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেফতারে এলাকার লোকজন হতবাক হয়েছেন।

বিজিতলায় ফের জমি বেদখল চেষ্টা

খাগড়াছড়ির বিজিতলায় নতুন করে জমি বেদখল প্রচেষ্টার খবর পাওয়া গেছে। গত ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারী সেটলাররা ২৫৬ নং গামারীতলা মৌজায় লাল চাকমা পীং নব কুমার চাকমার ৯২ শতক ও শান্তি প্রিয় চাকমা পীং শলিত মোহন চাকমার ১.৩০ একর জমি বেদখলের চেষ্টা চালায়। তারা উক্ত জমিতে বাড়ি নির্মাণের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করে। জমির মালিকরা বাধা দিলেও তাতে তারা কর্ণপাত করেনি। সেটলারদের পরিচয় জানা যায়নি। লাল চাকমার জমির খতিয়ান নং আর/১২, দাগ নম্বর ৮০৯/১২২১। আর শান্তি প্রিয় চাকমার জমির খতিয়ান নং আর/১৩, দাগ নং ৮০৯/১২১৬।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির ওপর

১ম পাতার পর

ছিলেন। তারা জানান সফরের সময় তারা জমি বেদখলের প্রচুর অভিযোগ পেয়েছেন।

সফর টীমের প্রধান অজয় রায় বলেন, পাহাড়ি জনগণ তাদের জমি ফেরত চায়, যে জমিতে তারা যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছেন।

তারা তাদের সফর অভিজ্ঞতা বর্ণনা শেষে বেশ কয়েকটি পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। এগুলো হলো: ১। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি এখন অনেকটা আগ্নেয়গিরির মুখে বসে থাকার মত, যে কোন মুহূর্তে জ্বলন্ত লাভার উদ্গীরণ হতে পারে যা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালি-আদিবাসীদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না, সমগ্র বাংলাদেশে এর 'ফল আউট' অনুভূত হবে। ২. চুক্তি বাস্তবায়নের সকল বাধা সরিয়ে এর সকল অনুচ্ছেদ বাস্তবায়ন করা হোক। ৩. বর্তমান সরকার সেনাবাহিনীর সহায়তায় বাঙালিদের গুচ্ছগ্রাম থেকে সরিয়ে এনে অন্যত্র (পাহাড়িদের জমিতেও) পুনর্বাসনের সাম্প্রতিক যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে অনেক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। পাহাড়িদের মনে সন্দেহ জেগেছে যে এভাবে বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত করা হচ্ছে। ফলে বাঙালি জনসংখ্যা পাহাড়িদের অনেক ছাড়িয়ে যাবে। সুতরাং আমাদের প্রস্তাব বর্তমান স্থিতাবস্থা বজায় রাখা এবং কেবল মাত্র প্রতিষ্ঠিত ও পুরানো স্থায়ী বাঙালিদেরই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হোক। ৪. পাহাড়ি জনগণের মত আমাদেরও উৎকণ্ঠা যে পুনর্বাসনের এই নতুন উদ্যোগের পেছনে সরকারের একটি উদ্দেশ্য আছে তা হল পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনা। এর ফলে তিনটি পার্বত্য জেলা একদিন মুসলিম বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হবে। তখন আমরা এক সময় মনে করব পার্বত্য চট্টগ্রাম সমতলীয় চট্টগ্রাম জেলারই পাহাড়ি এক্সটেনশন, মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠীদের অধ্যুষিত কোন জনপদ নয়। ৫. আমাদের আর একটি বিষয় উৎকণ্ঠিত করে যে সরকার গোপনে মায়ানমার থেকে পলাতক রোহিঙ্গা মুসলিমদের বান্দরবান জেলায় নাইক্ষ্যংছড়ি, রুমা, লামা, আলিকদম ও সদর উপজেলায় বসত গড়ে তুলতে সহায়তা করছে। ৬. সরকার, সেনাবাহিনী ও বাঙালিদের ভাবতে হবে যে কলোনিয়াল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জুম্ম জনগণের অধিকার ও আন্দোলনকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম পার্বত্য উপজাতিদের এ কথা আমাদের মেনে নিতে হবে। তাই পাহাড়ি-বাঙালি পূর্বতন সংখ্যার অনুপাতে আমাদের ফিরে যেতেই হবে (অন্তত পক্ষে এই অনুপাত হতে হবে ৭৫ : ২৫)। বাঙালি সেটলারদের পার্বত্য ভূমি থেকে যত দ্রুত সরিয়ে আনা যায় দেশের জন্য ততই মঙ্গলজনক - সেটলারদের জন্যও। এ ব্যাপারে বাঙালি, জনসংহতি সমিতি ও ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের ঠাণ্ডা মাথায় আলোচনা বৈঠকে বসতে হবে এবং তাদেরকেই শান্তির পক্ষে সূত্র আবিষ্কার করতে হবে। জনগণ তাদের পাশে থাকবে।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কাছে

১ম পাতার পর

শ্বেতাঙ্গ সেটলারদের পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে। এ ব্যবস্থা সেখানকার আদিবাসীদের অপরিচিত ছিল যারা সেখানে ৪০ হাজার বছর ধরে বসবাস করে আসছিলেন। এর ফলে সংঘাত শুরু হয় এবং আদিবাসীদের জমি দখলের জন্য তাদেরকে গুলি করে, বিষ প্রয়োগে কিংবা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়ে গণহারে হত্যা করা হয়। এরপর শুরু হয় আদিবাসী শিশুদেরকে জোর করে তাদের পরিবার থেকে ছিনিয়ে এনে এতিমখানা, গীর্জা অথবা শ্বেতাঙ্গ পরিবারে দত্তক প্রদান, যাদেরকে এখন বলা হচ্ছে স্টোলেন জেনারেশন। এভাবে শিশু হরণ চলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ১৯৭০ দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত। সে সময় মনে করা হতো এ প্রক্রিয়ায় জিনগতভাবে আদিবাসীদের গায়ের রঙ ক্রমান্বয়ে সাদা করা সম্ভব হবে।

পার্লামেন্টে ক্ষমা প্রার্থনার পুরো অনুষ্ঠানটি সরাসরি টেলিভিশনে সম্প্রসার করা হয়। প্রস্তাব অনুমোদনকালে প্রধানমন্ত্রী রুড বলেন, অতীতের সরকারগুলোর ভুলভ্রান্তির জন্য তিনি সব আদিবাসীদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছেন।

সারনাথ অরণ্যকুটিরে পাহারারত

১ম পাতার পর

অনুষ্ঠানে যাতে ধর্মপ্রাণ জনসাধারণ উপস্থিত হতে না পারে সেজন্য ব্যাপক এলাকা জুড়ে সেনা মোতায়েন করা হয়। লোকজনকে অনুষ্ঠানে যেতে বাধা দেয়া হয়। দূরবর্তী এলাকা থেকে লোকজন আসতে পারে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও উক্ত অনুষ্ঠানে হাজারের অধিক লোকের সমাগম হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষে ভান্তেরা সারনাথ অরণ্য কুটিরে যেতে চাইলে সেনা সদস্যরা বাধা দেয়। কুটিরের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ আর্য জ্যোতি ভিক্ষুকে সেনারা আটকিয়ে হেনস্তা করে। পরে এলাকার পাহাড়ি নারীরা সেনাদের কবল থেকে ভান্তেকে উদ্ধার করতে গেলে মহিলা সেটলার ভিডিপিদের দিয়ে তাদের ওপর হামলার চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু পাহাড়ি নারীদের প্রতিরোধের ফলে সেনাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ভান্তেকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

সেনাবাহিনী এখনো কুটির ঘিরে রেখেছে। সর্বশেষ জানা গেছে, কুটিরের আশে পাশে থাকা বানরদের হামলায় দুই সেনা সদস্য আহত হয়েছে। এদের মধ্যে একজন লেফটেন্যান্ট পদবী ধারী বলে জানা গেছে। তাদের দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ১৭ ফেব্রুয়ারী বানরদের প্রথম ঝটিকা আক্রমণ শুরু হয়। এ হামলায় অজ্ঞাতনামা সেনা অফিসারটি আহত হন। এরপর ২০ ফেব্রুয়ারী অপর এক হামলায় অন্য এক সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়।

ঘর তুলতে বাধা

গত ১৭ ফেব্রুয়ারী কিয়াংঘোট ক্যাম্পের সেনারা করল্যাছড়ি গ্রামের পাবুল্যা চাকমা পীং মৃত চিগোনো চাকমাকে নিজ জমিতে বাড়ি নির্মাণে বাধা দেয়। তার বাড়ি সারনাথ অরণ্য কুটির থেকে অর্ধ কিলোমিটার দূরে। বাড়ি নির্মাণের জন্য তিনি দুই বস্তা সিমেন্ট ও অন্যান্য গৃহ নির্মানের সরঞ্জাম কিনেন। কি কারণে সেনারা বাড়ি নির্মাণে বাধা দিয়েছে তা তারা জানায় নি। সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সেটলাররা ঐ এলাকায় পাহাড়িদের জমি বেদখল করে বাড়িঘর নির্মাণ করছে। ইতিমধ্যে শত শত একর জমি বেদখল করা হয়েছে। সারনাথ অরণ্য কুটিরের জমিও তারা বেদখলের জন্য জোর চেষ্টা চালাচ্ছে। পাবুল্যা চাকমার উক্ত জমিও বেদখল করার মতলব থেকে তাকে বাড়ি নির্মাণে বাধা দেয়া হয়েছে বলে লোকজনের ধারণা।

"বিরোধ-মুক্ত জমি" বনবিভাগের

শেষ পাতার পর

করা হলো। নিয়োগকৃত কানুনগোর সাথে সমন্বয় করে বিরোধমুক্ত জমি পর্যায়ক্রমে বুঝে নেয়ার জন্য আপনার একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ করা হলো।"

যে সব মৌজার "বিরোধমুক্ত" জমি হস্তান্তরের কথা হয়েছে সেগুলো হলো ২৭ নং আলরকছড়া মৌজা, ১২৩ নং হেমন্ত মৌজা, ১২৫ নং মুলগাজী বাপের ছড়া মৌজা, ১২৮ নং বসন্ত মৌজা, ১২৯ নং কাইন্দা মৌজা, ১০৮ নং মানিকছড়ি মৌজা, ১০৯ নং সাপছড়ি মৌজা, ১১০ নং তবুরছড়ি মৌজা ও ১১১ নং কুতুকছড়ি মৌজা।

উক্ত সিদ্ধান্ত এমন সময় গ্রহণ করা হয় যখন খাগড়াছড়িসহ বিভিন্ন এলাকায় জোর পূর্বক ভূমি বেদখল ও সেটলার বসতি সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া চলছিল। বিরোধমুক্ত জমি নামে ঐ চিঠিতে যা বোঝানো হয়েছে তা আসলে পাহাড়িদের ঐতিহ্যগত যৌথ মালিকানাধীন জমি। এ ধরনের মালিকানার ভিত্তিতে ঐ সব জমিতে তারা শত শত বছর ধরে জুম চাষ করে আসছে। উক্ত জমি কেড়ে নেয়া মানে হলো দরিদ্রতম পাহাড়িদেরকে জীবন ধারণের সর্বশেষ সহায় সম্বল থেকে উৎখাত করা, যা কোন মতেই মেনে নেয়া যায় না। কোন জমি বনবিভাগের অধীনে নেয়া হলে সেখানে আর কোন পাহাড়ি ঢুকতে পারে না। এভাবে খিয়াং জাতির লোকজন রাজস্থলী থেকে উৎখাত হয়েছেন এবং তাদের অস্তিত্ব আজ চরম হুমকির সম্মুখীন।

দীঘিনালায় জমি বেদখল চেষ্টা

শেষ পাতার পর

খোঁজ করছে বলে জানা গেছে। দুই টিলা ক্ষেত্রপুর গ্রাম নামেও পরিচিত এবং দীঘিনালা সদর থেকে ১২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে দীঘিনালা-মারিশ্যা সড়কে অবস্থিত।

ভূমি বেদখল:

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীকে দেয়া স্মারকলিপিতে দুই টিলা এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করেন যে, সেটলাররা তাদের লাগানো কলা বাগান ধ্বংস করে জমিগুলো জোরপূর্বক দখল করে। যখন পাহাড়ি ভূমি মালিকরা প্রতিবাদ করে তখন সেটলাররা জানায় যে বাঘাইহাট জোনের কমান্ডারের নির্দেশেই তারা পাহাড়িদের জমি বেদখল করছে। সেটলাররা মোট ১০টির মতো বাড়ি নির্মাণ করে। পরে ১৭ জানুয়ারী বাঘাইছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশে উক্ত ঘরবাড়িগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়।

"বিরোধ-মুক্ত জমি" বনবিভাগের কাছে হস্তান্তরের নির্দেশ

সরকার রাঙামাটি জেলার ৯টি মৌজার অধীন "বিরোধমুক্ত" জমি বনবিভাগের কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ জেলার রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর এক পত্রে (যার স্মারক নং রাজস্ব/তিন-৩/২০০৭ - ১০৭০) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ঝুম নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বনরূপা, রাঙামাটি-কে উক্ত জমি বুঝে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

"বিভিন্ন মৌজায় বিরোধ মুক্ত ভূমি পর্যায়ক্রমে বন বিভাগ এর নিকট সরেজমিন বুঝে দেয়া প্রসঙ্গে" শিরোনামের উক্ত সরকারী চিঠিতে বলা হয়, "উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এ জেলার নিম্নবর্ণিত মৌজা সমূহের বিরোধমুক্ত জমি পর্যায়ক্রমে বনবিভাগের অনুকূলে বুঝে দেয়ার জন্য এস. এ. শাখার কানুনগো, জনাব ভগদত্ত চাকমাকে নিয়োগ ৩য় পাতায় দেখুন

কমলছড়ির বদানালে সেটলার কর্তৃক ধান্য জমি বেদখল

॥ সুবন বিকাশ খীসা ॥

খাগড়াছড়ি জেলার ২ নং কমলছড়ি ইউনিয়নের ২৬৪ নং ভুয়াছড়ি মৌজার বদানালে পাহাড়িদের বন্দোবস্তীকৃত আনুমানিক ৩০ একর ধান্য জমি সেটলাররা জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে। পাহাড়িরা বাপ দাদার আমল থেকে ঐসব জমি ভোগ দখল করে আসছে।

জানা গেছে, ভুয়াছড়ি গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দা মোঃ চাঁদ মিঞা (৫০), মোঃ খোকন (৪০) ও মোস্তফার (৪৫) নেতৃত্বে সেটলাররা সেনাবাহিনীর সহায়তায় উক্ত জমি বেদখল করেছে। পাহাড়িদের বন্দোবস্তীকৃত জমির মালিকগণ সবাই কমলছড়ি গ্রামের বাসিন্দা। তারা হলেন গুরুনাথ চাকমা (৬৫), নীরনাক্ষ চাকমা (৫০), লাল মোহন চাকমা (৬০), মৃত রজনী মোহন চাকমা, নীরেন্দ্র চাকমা (৭০) সহ আরো অনেকে। বর্তমানে লোকজনের আশঙ্কা যে কোন সময় যে কোন পাহাড়ির জমি জোরপূর্বক কেড়ে নেয়া হতে পারে। এক চরম অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের মধ্যে তারা বসবাস করছেন।

দীঘিনালায় জমি বেদখল চেষ্টা ব্যর্থ, গ্রামবাসী প্রহৃত

দীঘিনালার দুই টিলায় ভূমি বেদখল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর গত ৩ ফেব্রুয়ারী সেনা সদস্যরা ১১ ব্যক্তিকে মারধর করে। শারীরিক নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা হলেন চিত্ত রঞ্জন চাকমা পীং শশী ভূষণ চাকমা, গুণসিন্ধু চাকমা পীং কৃষ্ণ মোহন চাকমা, দেবব্রত চাকমা পীং কৃষ্ণ মোহন চাকমা, দয়া চান চাকমা পীং রাঙ্গা মোহন চাকমা, ভদ্র সেন চাকমা পীং চুলোমনি চাকমা, রাঙাবাত্যা চাকমা পীং সুধন চন্দ্র চাকমা, সত্ত কুমার চাকমা পীং লেঞ্জি চাকমা, সুনীল ময় চাকমা পীং ইন্দ্র সেন চাকমা, বাবুধন চাকমা পীং সত্ত কুমার চাকমা, জগদীশ চাকমা পীং জিওধর চাকমা এবং সুবল চাকমা পীং রেবতী রঞ্জন চাকমা।

দুই টিলা ক্যাম্পের সেনারা আরো ৮ পাহাড়িকে গ্রেফতারের জন্য ৩য় পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ: সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটলার পুনর্বাসন সহজতর করার জন্য বুদ্ধ ধর্মের ওপর আক্রমণ করছে

- এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস

নতুন দিল্লি ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস-এর (এসিএইচআর) ২৩ জানুয়ারী সংখ্যার সাপ্তাহিক রিভিউর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক ভূমি বেদখল ও বৌদ্ধ ধর্মের ওপর আক্রমণ।

"বাংলাদেশ: সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটলার পুনর্বাসন সহজতর করার জন্য বুদ্ধ ধর্মের ওপর আক্রমণ করছে" শিরোনামে প্রকাশিত উক্ত রিভিউতে খাগড়াছড়ি জেলাধীন করল্যাছড়ির সারনাথ অরণ্য কুটিরে ২৫ জানুয়ারী আয়োজিত ধর্মীয় সমাবেশ বানচালের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়: বিহারকে ঘিরে সরকার যা করেছে তা হলো একজাতি ভিত্তিক বাঙালি মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত ও চলমান রাষ্ট্রীয় নীতিরই ক্ষুদ্রকার রূপ। এটা এমন এক নীতি যার অর্থ হলো বেআইনী ও প্রায়শঃ সহিংস পন্থায় বাঙালি মুসলমান সেটলার পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জুম্ম জনগণের পরিচিতি ধ্বংস করে দেয়া।"

সারনাথ অরণ্য কুটিরের জায়গা বেদখলের চেষ্টা, ভান্তে আর্য জ্যোতি ভিক্ষুকে গ্রেফতার ও তাকেসহ ৫০০ গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মামলার উল্লেখ করে রিভিউতে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হয়রানির বহু ঘটনা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। এছাড়া চলমান ভূমি বেদখলের ঘটনাও এতে স্থান পায়।

রিভিউতে বলা হয়: "স্বাধীনতার পর থেকে (বাংলাদেশ) রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনীভাবে ভূমি দখল করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় সরকারের দীর্ঘ মেয়াদী উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। পরিকল্পিতভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস সাধন ও ধর্মীয় গুরুদের ভয়ভীতি প্রদর্শন উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের রাজনৈতিক কৌশলেরই অংশ।

"সেনাবাহিনী (যারা প্রকৃত পক্ষে সরকার চালাচ্ছে) চলমান পুনর্বাসন নীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আইনের আশ্রয় লাভের কোন অবস্থা নেই... পাহাড়িদের সংস্কৃতি ধর্মকে কেন্দ্র করে আবর্তিত এবং তারা ধর্মের কাছ থেকে এক ধরনের আশ্রয় বোধ পেয়ে থাকে। পাহাড়ি জাতিসত্তাগুলোকে শেষ করে দেয়ার উদ্দেশ্য থেকেই ধর্মের ওপর আঘাত করা হচ্ছে। এই আক্রমণ এমন এক ভীতিমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যাতে পুনর্বসান নীতির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে যে কিছুটা হলেও সংগঠিত প্রতিরোধ করা যেতো তাও শেষ করে দেয়া হয়।"

দীঘিনালায় ধর্ষণ প্রচেষ্টা ও সেনাদের অযাচিত হস্তক্ষেপ

গত ১৯ জানুয়ারী ২০০৮ দীঘিনালার ৩ নং কবাখালি ইউনিয়নের অধীন হাচিনসনপুর গ্রামের ওরছোতো চাকমা নামে ১৪ বছর বয়সী এক মেয়েকে সেটলার শুক্কুর আলী (২১) পীং সুরুজ আলী ধর্ষণের চেষ্টা চালায়।

জানা যায়, ঐদিন শনিবার বিকেল ৪টার দিকে ওরছোতো গ্রামের পাশের জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা থেকে গরু আনতে যায়। এ সময় রাখাল শুক্কুর আলী তাকে একা পেয়ে ঝাপটে ধরে এবং ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। মেয়েটি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে। এক পর্যায়ে হাতের কাছে একটি লাঠি পেলে সে সেটা দিয়ে শুক্কুর আলীকে প্রতিরোধ করে। পরে সাহায্যের জন্য চিৎকার দিলে আশে পাশের পাহাড়িরা এগিয়ে এসে মেয়েটিকে রক্ষা করে এবং শুক্কুর আলীকে হাতে নাতে ধরে কবাখালি চেয়ারম্যান বিশ্বকল্যাণ চাকমার হাতে তুলে দেয়।

ঘটনার পর ঐদিনই চেয়ারম্যানের বাড়িতে সালিশ ডাকা হয় এবং এতে পাহাড়ি - বাঙালি সেটলার মুরুব্বীরা উপস্থিত হন। বাঙালি সেটলারদের মধ্যে সালিশে অংশ নেন কবাখালি ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড মেম্বার বোরহান উদ্দীন, বশর মেম্বার ও মন্নাফ লিডারসহ আরো অনেকে। সালিশে শুক্কুর আলীকে ৫০০ টাকা জরিমানা ধরা হয়।

কিন্তু সালিশের এক সপ্তাহ পর সেটলাররা হাচিনসনপুর স্কুলের শিক্ষক মহিউদ্দীনসহ ঘটনার ব্যাপারে দীঘিনালা জোন-এর টু-আইসি কামরুল হাসানের সাথে দেখা করে। সেখানে তাদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছে জানা যায়নি। তবে তাদের উক্ত মিটিঙের পর বাঙালিরা শুক্কুর আলীকে "মারধরের" জন্য ৩০ হাজার টাকা দাবি করে। কামরুল হাসান পাহাড়ি মুরুব্বীদের ডেকে হুমকি দিয়ে বলে যে, শুক্কুর আলীকে মারধরের জন্য "ক্ষতিপূরণ" হিসেবে ৩০ হাজার টাকা না দিলে "হাড় ভেঙে দেবো"।

দাদকুপ্যায় তিন ব্যক্তি আটক, বর যাত্রা পণ্ড

খাগড়াছড়ির দাদকুপ্যা ক্যাম্পের সেনারা ২৭ ফেব্রুয়ারী মধ্যরাতে রূপায়ন চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে তাকেসহ বদানালা গ্রামের সুপায়ন চাকমা (১৮) পীং ভুততো চাকমা ও ভরদ্বাজ চাকমাকে (১৯) ধরে নিয়ে যায়। পরদিন সকালে রূপায়ন চাকমার বর যাত্রা হওয়ার কথা ছিল।

সেনারা ঘরে ব্যাপক তল্লাশী চালিয়ে বিয়ের গহনাপত্র এক ভরি স্বর্ণালংকার, কাপড় চোপড় ও নগদ ৮,০০০ টাকা নিয়ে যায়। এছাড়া এলাকায় এক মারাত্মক অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য ফান্ড সংগ্রহের রশিদ বইও সেনারা জব্দ করে নিয়ে যায়।

গ্রেফতারকৃতদেরকে দাদকুপ্যা ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। কিয়াংঘাট ইউপি চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ চাকমা টু-আইসি গাফ্ফার-এর সাথে তাদের মুক্তির ব্যাপারে সাক্ষাত করেছেন।